ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও বাংলা গদ্য

In 1800 the College of Fort William was instituted and the study of the Bengalee Language was made imperative on young civilians. Persons versed in the language were invited by Government and employed in the instruction of the young writers. From this time forward writing Bengalee correctly may be said to have begun in Calcutta.

Ramkamal Sen—A Dictionary of English and Bengali (1834)
[দেওয়ান রামকমল সেন ছিলেন কেশবচন্দ্র সেনের পিতামহ]

এদেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হল। দেশ শাসনের জন্য সিভিলিয়ানদের আনা হচ্ছে ইংলণ্ড থেকে। কিন্তু তারা এদেশের শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতার সঙ্গে অপরিচিত। এদেশের ভাষাও তাদের অজানা। অথচ এসব না জানলে, দেশীয় মানুষদের সঙ্গে কথাবার্তা না বলতে পারলে দেশ শাসন করা দুঃসাধ্য। বিলেত থেকে আসা তরুণ সিভিলিয়নদের এইসব বিষয় শিক্ষাদানের জন্য গর্ভনর জেনারেল ওয়েলেসলি ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কলকাতার লালবাজার অঞ্চলে একটি কলেজ স্থাপন করলেন—নাম হল The College of Fort William. তিনি উইলিয়ম কেরীকে বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের ভার অর্পণ করলেন ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে; পরে কেরী মরাঠী বিভাগেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কেরী দেখলেন বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য কোনো পাঠ্যপুস্তক নেই; বিশেষত পদ্যর বই থাকলেও গদ্য ভাষা গ্রন্থের একান্ত অভাব। তখন তিনি সংস্কৃত ও আরবী-ফারসী জানা সহকারী পণ্ডিতমুনশীদের দিয়ে বাংলা গদ্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে প্রয়াসী হলেন এবং নিজে প্রবৃত্ত হলেন গ্রন্থ প্রণয়নে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকদের রচনার পরিচয় দেওয়া হল।

উইলিয়ম কেরী—কথোপকথন (১৮০১), ইতিহাসমালা (১৮১২)।

রামরাম বসু—রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র (১৮০১), লিপিমালা (১৮০২)।

গোলোকনাথ শর্মা—হিতোপদেশ (১৮০২)।

তারিণীচরণ মিত্র—ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট : ঈশপস ফেবলস-এর অনুবাদ (১৮০৩)।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং (১৮০৫)।

চণ্ডীচরণ মুনশী—তুতিনামা ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ—তোতা ইতিহাস (১৮০৫)

Scanned with CamScanner

রামকিশোর তর্কচূড়ামণি—হিতোপদেশ (১৮০৮)।
হরপ্রসাদ রায়—পুরুষপরীক্ষা : বিদ্যাপতির ঐ নামীয় সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ (১৮১৫)।
কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন—পদার্থ তত্ত্বকৌমুদী (১৮২১), আত্মতত্ত্বকৌমুদী (১৮২২)।
মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার—বত্রিশ সিংহাসন (১৮০২), হিতোপদেশ (১৮০৮), রাজাবলি (১৮০৮), প্রবোধচন্দ্রিকা (রচনা ১৮১৩, মুদ্রিত ১৮৩৩)।

রেভারেণ্ড উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) আগে থেকেই বাংলা ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। বিদেশী সিভিলিয়নদের সঙ্গে এদেশীয় লৌকিক ভাষা, কথোপকথনরীতি, সাধারণ জীবনচর্যা ইত্যাদির পরিচয় থাকা একান্ত আবশ্যিক মনে করে তিনি 'কথোপকথন' (১৮০১) গ্রন্থটি রচনা করেন। কেরীর 'কথোপকথন' (Dialogues বা Colloquies) গ্রন্থে আখ্যাপত্রে লেখা ছিল—Dialogues / intended / to facilitate the acquiring / of the Bengalee Language / Sereampore : / Printed at the Mission Press / 1801. এদেশে আগত ইংরেজদের স্থানীয় বা লৌকিক ভাষা শেখানোর জন্য সংলাপের মাধ্যমেই গ্রন্থটি পরিকল্পিত ও রচিত হয়। এত সহজ স্বচ্ছন্দ বাস্তব গদ্য সেযুগে লেখা হয়নি যার জন্য দীনবন্ধু মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহের আবির্ভাবের অপেক্ষা করতে হয়েছিল। এতে মোট একত্রিশটি অধ্যায়ে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের কথোপকথন তুলে ধরা হয়েছে। জমিদার পূজারী ঘটকের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য স্ত্রীলোক চাষী মজুর সাহেব প্রভৃতি সব স্তরের মানুষদের সংলাপ এতে আছে। লেখক চরিত্রদের মুখের কথা যথাযথ তুলে ধরেছেন যার ফলে চরিত্রগুলিও প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে। বাংলার লৌকিক জীবনের সঙ্গে কেরীর এত ঘনিষ্ঠ সংযোগ আমাদের বিস্মিত করে। অবশ্য 'কথোপকথন' সংকলিত সংলাপমাত্র এবং সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কেরীকে এ বিষয়ে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাতেও এই গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের গুরুত্ব কমে না। 'কথোপকথন' থেকে 'স্ত্রীলোকের কথাবার্তা'-র অংশ উল্লেখ করা হল—

১মা— ওলো, তোর ভাতার কারে কেমন ভালবাসে বল শুনি।

২য়া— আহা, তাহার কথা কহ কেন? এখন আর আমাদের কি আদর আছে? নূতনের দিকে মন ব্যতিরেকে পুরাণের দিকে কে চাহে?

১মা— তাহা হউক। তুই সকলের বড়, তোর ছাল্যাপিল্যা হইয়াছে।

২য়া— কালিকে ভাই দুপুরবেলা কচকচি লাগালে মাগ্য বিটি তাহা কি বলিব।

১মা— কিজন্য কচকচি হইল?

২য়া— দূর কর ভাই, তাহা কহিলে আর কি হবে, লোকে শুনিলে মন্দ বলিবে। আমার বাড়ী শত্রু ভরা, এই জন্য ভয় করি।

কেরীর অপর গ্রন্থ 'ইতিহাসমালা'। এই গ্রন্থটি অবশ্য ইতিহাস নয়, কয়েকটি গল্পের সমাহার। 'ইতিহাসমালা'য় প্রায় দেড়শত গল্প সংকলিত হয়েছে। স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল গদ্য রচনায় লেখকের পারদর্শিতা এখানে পরিস্ফুট। কেরীর রচনার একটি নিদর্শন এই গ্রন্থ থেকে দেওয়া হল—

"একজন ঘটক ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বিবাহের যোজক এক বনের মধ্য দিয়া আসিতেছিল। সে স্থানে এক ব্যাঘ্র ঘটক ব্রাহ্মণকে মারিতে উদ্যত হইলে ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।"

এভাবে দেখা যায় উইলিয়ম কেরী বাংলা গদ্য ভাষাকে এক নির্দিষ্ট ও যথাযথ রূপ দেবার প্রয়াসে অনেকটাই সফল হয়েছেন। তাঁর বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫) অসামান্য গ্রন্থ। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত উইলিয়ম কেরী সম্বন্ধে সমালোচকের মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ—

'বাংলা সাহিত্য বাঁচিয়া থাকিলে কেরী স্বমহিমায় চিরদিন বাঁচিয়া থাকিবেন, কারণ তিনিই সর্বপ্রথম

Scanned with CamScanner

প্রভূত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলা ভাষাকে ভদ্র ও শিক্ষিত জনের আলোচ্য ভাষার মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।.... তিনিই প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন একটি বৃহৎ জাতির অন্তরের সর্ববিধ ভাবপ্রকাশের পক্ষে এবং সাংসারিক, ব্যবহারিক, দৈনন্দিন সকলবিধ প্রয়োজন সাধনের পক্ষে বাংলা ভাষাই যথেষ্ট, মাতা সংস্কৃত ছাড়া অন্য কোনও ভাষার উপর নির্ভর না করিয়াও তাহার চলিতে পারে।' (সজনীকান্ত দাস : বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস।)

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩) কেরীর বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন শ্রীরামপুরে, সেজন্য তাঁকে কেরী সাহেবের মুনশী বলা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর কেরী তাঁকে কলেজের পণ্ডিত নিযুক্ত করেন এবং কেরীর নির্দেশে তিনি গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রং' (১৮০১) বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে রামরাম বসু তাঁর পূর্বপুরুষ প্রতাপাদিত্যের কথা বলেছেন ইতিহাস ও গল্পকথার আশ্রয়ে। গ্রন্থের ভাষা সহজ স্বচ্ছন্দ ছিল না, বরং অকারণ ফারসী শব্দের প্রয়োগে তা কন্টকিত ছিল। তবু রামরাম বসুর ইতিহাসচেতনা প্রশংসার দাবী রাখে। তাঁর পরের বই 'লিপিমালা' (১৮০২) ভাষার বিচারে যেন আগের থেকে অনেকটাই সহজ সরল ও স্বচ্ছন্দ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের চলিত ভাষা শেখানো এবং দেশীয় আচার ব্যবহার ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় করানোর জন্য গ্রন্থটি রচিত হয়। এই গ্রন্থে পত্রের আকারে বিভিন্ন কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। আদর্শ পত্র রচনার নিদর্শনরূপে গ্রন্থটি সুপরিকল্পিত হয়েছে এবং তার সঙ্গে সন্নিবেশিত হয়েছে কিছু কাহিনী। ক্ষেত্রবিশেষে গ্রন্থের ভাষা কিছুটা দুরূহ হলেও লেখক 'বাক্যের অন্বয়সূত্রটি' ধরতে পেরেছিলেন।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (১৭৬২-১৮১৯) ছিলেন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুনশীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানে বিদ্যায় সাহিত্য-নির্মাণে তিনি ছিলেন অনন্য। রামমোহনের পূর্বে যদি কাউকে পাণ্ডিত্য, মনীষা এবং সার্থক গদ্যশিল্পীর সম্মান দিতে হয়, তবে সে গৌরব মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাপ্য। মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম গ্রন্থ 'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২) ও দ্বিতীয় গ্রন্থ 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) : দুইটি অনুবাদ গল্পগ্রন্থ—কাহিনীর পরিবেশনা সহজ ও মনোরম। 'রাজাবলী' (১৮০৮) ইতিহাস গ্রন্থ। লেখক আখ্যানপত্রে জানিয়েছেন যে কলির প্রারম্ভকাল থেকে ইংরেজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও সম্রাটদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই গ্রন্থটি। এটি মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা। অন্বয়ে বা গঠনে কিছুটা দুরূহতা বা শিথিলতা থাকলেও প্রকাশভঙ্গী মোটামুটি প্রাঞ্জল। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'প্রবোধচন্দ্রিকা' ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হলেও প্রকাশিত হয় বিলম্বে—তাঁর মৃত্যুর পর, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই গ্রন্থটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা—সাহিত্য ব্যাকরণ অলংকার থেকে জ্ঞানবিজ্ঞান আইন রাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা রয়েছে এই গ্রন্থে। লেখকের প্রজ্ঞা মনীষা পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে গ্রন্থটি। এর ভাষা সাধারণভাবে সংস্কৃতবহুল হলেও আড়ষ্ট নয়, বরং স্বাভাবিক ও গতিশীল। গ্রন্থের ভাষারীতি কোনো কোনো সময়ে বিদ্যাসাগরের ভাষাকে স্মরণ করায়। তাঁর গ্রন্থের সাধু ও সাধারণরীতির উল্লেখ করা হল যাতে মৃত্যুঞ্জয়ের দক্ষতা প্রমাণিত হয়—

ক. "দণ্ডকারণ্যে প্রাচীন নদীতীরে বহু কালাবধি এক তপস্বী তপস্যা করেন। বিবিধ কৃচ্ছ্রসাধ্য তপঃ করিয়াও তপঃসিদ্ধিভাগী হন না।"

খ. "মোরা চাষ করিব, ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো, ছেলেপুলেগুলি পুষিব। শাকভাত পেট ভরিয়া যেদিন খাই সেদিন তো জন্মতিথি।"

মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮০৭) গ্রন্থটি রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' গ্রন্থের পরিপন্থী

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

লেখা। রামমোহনের ভাব ও আদর্শের প্রতি মৃত্যুঞ্জয়ের সমর্থন ছিল না, এখানেও সেই বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যান্য পণ্ডিত মুনশীদের গ্রন্থ ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। ইতিহাসের ধারা রক্ষায় তাদের নাম অবশ্যই থাকবে, কিন্তু সাহিত্য বা ভাষার বিবর্তনে তাদের ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পণ্ডিত মুনশীদের অবদান : বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত মুনশীদের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান।

(ক) বাংলা গদ্যের জড়ত্বমুক্তিতে তাঁদের প্রয়াস অনেকটাই সফল। বাংলা গদ্যের মান নির্ণয়ে তাঁরা সহায়ক হয়েছিলেন : কেরী যদিও চলিত ভাষাকে গুরুত্ব দেন, মৃত্যুঞ্জয় সাধুভাষার প্রাণধর্মটি ধরতে পেরেছিলেন যা সার্থকতা লাভ করে বিদ্যাসাগরের রচনায়।

(খ) ইতিহাস ও গল্প রচনায় তাঁরা পারদর্শিতা দেখিয়েছেন।

(গ) পাঠ্যপুস্তক রচনায়ও তাঁরা সফল।

(ঘ) অনুবাদ সাহিত্যেও তাঁদের পাণ্ডিত্য লক্ষ করা যায়।

বাংলা গদ্যের গঠনে তাঁরা যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তা অস্বীকার করা যাবে না। শিল্পসম্মত আধুনিক গদ্যের তাঁরা যথার্থ পূর্বসূরি।

Scanned with CamScanner

ক্রমে বাংলায় ইংরেজদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। শাসককুলের সঙ্গে পাদরীরাও সদা সচেষ্ট ছিলেন পাশ্চাত্য ভাবনার প্রচার ও প্রসারে। প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই নেটিভদের জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করার জন্য, 'হীদেন' ধর্মভাবনা থেকে রক্ষার জন্য এবং মুক্তির উপায় হিসাবে তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দেবার জন্য ব্রতী হলেন ইংলণ্ডের কিছু ব্যাপটিস্ট মিশনারী। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মহৎ উদ্দেশ্যে বাংলায় এসে হাজির হলেন দুই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ডাক্তার টমাস ও বিদ্যানুরাগী উইলিয়ম কেরী। কিন্তু কোম্পানী ব্যাপটিস্ট মিশনদের প্রতি বিরূপ থাকায় টমাস ও কেরী অনেক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন। প্রথমে কলকাতায় এলেও কেরী অন্যত্র চলে যান। তাঁরা কলকাতায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে না পারায় দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুরে ঘাঁটি স্থাপন করলেন। কেরীদের সঙ্গে যুক্ত হলেন উইলিয়ম ওয়ার্ড, গ্রাণ্ট, জোশুয়া মার্শম্যান প্রমুখ আর কয়েকজন ইংলণ্ড থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মানুষ। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে প্রটেষ্ট্যাণ্ট মিশন স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা। উইলিয়ম কেরী আগেই ইংলণ্ড থেকে একটি মুদ্রণযন্ত্র আনয়ন করেছিলেন; পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে বাংলা হরফ পাওয়া গেল। প্রতিষ্ঠিত হল শ্রীরামপুর প্রেস ও মিশন। বাংলা গদ্য ভাষার ইতিহাসে এক প্রাণ ও প্রত্যয় সঞ্চারিত হল।

উইলিয়ম কেরী ছিলেন পণ্ডিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তি। বাংলা সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষা তিনি স্বল্পকালেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে কেরী একটি গ্রন্থ প্রকাশ করলেন—'মঙ্গল সমাচার মাতীউর রচিত' যেটি Gospel of St. Matthew-এর বাংলা অনুবাদ। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থরূপে এর মূল্য অপরিসীম। এর ভাষারীতির নিদর্শন দেওয়া হল—

"প্রথমে ঈশ্বর সৃজ্জন করিলেন স্বর্গ ও পৃথিবী। পৃথিবী শূন্য ও অস্থিরাকার হইল এবং গভীরের উপরে অন্ধকার ও ঈশ্বরের আত্মা দোলায়মান হইলেন জলের উপর। পরে ঈশ্বর বলিলেন দীপ্তি হউক তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর সে দীপ্তি বিলক্ষণ দেখিলেন। তৎপরে ঈশ্বর দীপ্তির নাম রাখিলেন দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি।"

এর পর বাইবেলের বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে থাকে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে। ক্রমে সমগ্র বাইবেল 'ধর্মপুস্তক' নামে প্রকাশিত হয় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে। ভাষায় কিছুটা জড়তা ও কৃত্রিমতা থাকলেও বাইবেলের এই অনুবাদ বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনে অনেকটাই সহায়ক হয়েছে।

তবে অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশের জন্য শ্রীরামপুর মিশন বিশিষ্ট হয়ে আছে। বাংলা মহাকাব্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মহাভারত বাঙালীর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শ্রীরামপুর মিশন এই গ্রন্থ দুটি মুদ্রণ করে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। এছাড়া বোপদেবের 'মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ', কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত 'বাল্মীকি রামায়ণ', কেরীর Sanskrit Grammar, উইলিয়ম কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরীর চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়। শ্রীরামপুর মিশনের আর এক অসামান্য কৃতিত্ব বাংলায় দুটি সাময়িক পত্র প্রকাশ করা—'দিগদর্শন' ও 'সমাচার দর্পণ'। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম পত্রিকা 'দিগদর্শন'—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে প্রথম প্রকাশিত হয় এই 'মাসিক পত্রিকা'। এর সম্পাদক ছিলেন মার্শম্যান। এই পত্রিকার মাধ্যমে বিদ্যাশিক্ষার চর্চাই বেশী হত। এটি ছিল এক স্কুল-পাঠ্য পত্রিকা। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এই সময় 'বাঙ্গাল গেজেটি' নামক আর একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় যেটিও সমাচার পত্রিকা বা সংবাদপত্রের মর্যাদা পায়। কিন্তু তিন মাসের পর 'বাঙ্গাল গেজেটি' বন্ধ হয়ে যায়। 'সমাচার দর্পণ'কে যথার্থ সমাচারপত্রিকা রূপে উল্লেখ করা যায়। এই পত্রিকা প্রথমে বাংলায় প্রকাশিত হত, পরে হয় দ্বিভাষিক—বাংলা ও ইংরেজী। সম্পাদক রূপে মার্শম্যানের নাম থাকলেও জয়গোপাল তর্কালংকার,

Scanned with CamScanner

তারিণীচরণ শিরোমণি প্রমুখ এর প্রকাশে বিশেষ সহযোগী ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশনের প্রধানপুরুষ মার্শম্যান মারা যান; এবং ১৮৩৭ সালে মিশন আস্তে আস্তে স্তব্ধ হয়ে যায়।

হরচন্দ্র রায় এবং গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের প্রচেষ্টায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪মে সাপ্তাহিক 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। জুলাই মাসের ৯ তারিখ অবধি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তারপর বন্ধ হয়ে যায়। 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মে প্রথম প্রকাশিত হয়। অতএব 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার প্রথম সমাচার পত্রিকা।

অবদান : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীরামপুর মিশনের কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা গদ্যের বিবর্তনে তার বিশেষ ভূমিকা আছে। (ক) বাইবেলের অনুবাদ বাংলা গদ্যের বিকাশে সহায়ক হয়েছে। (খ) রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি প্রকাশ করায় ক্লাসিক সাহিত্য বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছায়। (গ) এখান থেকে কেবল বাংলার প্রথম সাময়িক পত্রই প্রকাশিত হয়নি, সেগুলো সমাচার পত্রিকা বা সংবাদপত্রের আদর্শপ্রায় হয়ে ওঠে যা বাংলা গদ্যভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে এবং যা হয়ে উঠেছে সমাজের যথার্থ দর্পণ। (ঘ) মুদ্রণ যন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বাংলা সাহিত্যের প্রচার, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে সবিশেষ সহায়ক হয়েছে। এভাবেই শ্রীরামপুর মিশন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

Scanned with CamScanner

শ্রীরামপুর মিশন মুদ্রিত ও প্রকাশিত বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থের/অনুবাদকের নাম	প্রকাশের তারিখ
মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত[২]	উইলিয়াম কেরী[৩]	১৮০০ খ্রীঃ অঃ (মোট ৫০০ কপি মুদ্রিত)
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	রামরাম বসু*	১৮০১ (জুলাই মাসে মুদ্রিত)
কথোপকথন (*Dialogues*)	কেরী	”
নিউ টেস্টামেণ্ট (ধর্মপুস্তক)	ঐ	”
ইংরেজিতে রচিত বাংলা ব্যাকরণ (*A Grammar of the Bengalee Language*)	ঐ	”
ওল্ড টেস্টামেণ্ট—ধর্মপুস্তক (মোশার ব্যবস্থা) [*The Pentateuch*)	ঐ	১৮০২ (বাংলা আখ্যাপত্রে ১৮০১ সাল থাকলেও এটি ১৮০২ সালের জুলাই মাসের শেষে প্রকাশিত হয়েছিল।) [দ্রঃ ব্রজেন্দ্র—উঃ কেরী, পৃঃ ৪০]
বত্রিশ সিংহাসন	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার (অনুবাদক)	১৮০২
হিতোপদেশ	গোলোকনাথ শর্মা (”)	ঐ
লিপিমালা	রামরাম বসু	ঐ
মহাভারত (চার খণ্ড)	কাশীরাম দাস	ঐ
রামায়ণ (পাঁচ খণ্ড)	কৃত্তিবাস	ঐ
সঙ অব সলোমন (অনুঃ)	কেরী	১৮০৩

* পরবর্তী দুটি অধ্যায়ে বাংলা বাইবেল সম্বন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে। রামরাম বসুর পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচার-পুস্তিকা (ট্র্যাক্ট) এবং খ্রীস্টজীবনীবিষয়ক কবিতা সম্বন্ধে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পুস্তক প্রসঙ্গে রামরাম বসুর জীবনীতে বলা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার/অনুবাদকের নাম	প্রকাশের তারিখ
বাংলা ব্যাকরণ (৩য় সং) [*A Grammar of the Bengalee Language*]	কেরী	১৮১৫-১৬
পুরুষপরীক্ষা (অনুঃ)	হরপ্রসাদ রায়	১৮১৫
জ্যোতিষ	অজ্ঞাত	১৮১৫
লিপিধারা	,,	১৮১৬
নিউ টেস্টামেণ্ট (৪র্থ সং)	কেরী	১৮১৬
কথোপকথন (৩য় সং)	ঐ	১৮১৮
A Grammar of the Bengalee Language (৪র্থ সং)	ঐ	১৮১৮
দিগ্‌দর্শন (মাসিক পত্র)	জশুয়া মার্শম্যান সম্পাদিত	১৮১৮-১৮২২
শিক্ষাসার (৩য় সং)	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	১৮১৮
বিদ্যাহারাবলী (১ম খণ্ড)	ফেলিক্‌স্ কেরী	১৮১৮
সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক)	জশুয়া মার্শম্যান সম্পাদিত	১৮১৮
যিশু খ্রীস্টের মণ্ডলীতে গেয় গীত	চেম্বারলেন	১৮১৮
নীতিবাক্য (১ম ও ২য়)	অজ্ঞাত	১৮১৮
A Dictionary of the Bengalee Language (4th Edn.)	কেরী	১৮১৮
চুক্তিনামা, খতিয়ান, ফর্ম ইত্যাদি—		১৮১৮
হিন্দু উত্তরাধিকার আইন (সংক্ষিপ্ত)	—	ঐ
সাংখ্য ভাষা সংগ্রহ	রামজয় তর্কালঙ্কার	ঐ
বিদ্যাহারাবলী (২য় খণ্ড)	ফেলিক্‌স কেরী	১৮১৯
ম্যাথু ও মার্ক (অনুঃ)	এলারটন	ঐ
জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	ঐ

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার/অনুবাদকের নাম	প্রকাশের তারিখ
দাউদের গীত (ওল্ড টেস্টা-মেণ্টের তৃতীয় খণ্ড) (অনুঃ)	কেরী	১৮০৩
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	১৮০৫
তোতা ইতিহাস (অনুঃ)	চণ্ডীচরণ মুনশী	ঐ
দায়রত্নাবলী (অনুঃ)*	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার	ঐ
কথোপকথন (২য় সং)	কেরী	১৮০৬
মঙ্গলসমাচার (২য় সং)	,,	ঐ
ল্যুক, অ্যাকট্‌স্, রোমান্‌স	,,	১৮০৭
প্রফেটিক বুক	,,	ঐ
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	,,	ঐ
হিতোপদেশ (অনুঃ)	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার	১৮০৮
রাজাবলী	,,	ঐ
বত্রিশ সিংহাসন (২য় সং)	,,	ঐ
ইমরানের বিবরণ-২য় ভাগ অনুঃ (Historical Book)	কেরী	১৮০৯
জশুয়া, ইস্থার	,,	ঐ
গীত (খ্রীস্টীয় ধর্মসংগীত)	জন চেম্বারলেন	১৮১০
খ্রীষ্ট বিবরণামৃতং (কাব্য)	রামরাম বসু	ঐ
নিউ টেস্টামেণ্ট (অনুঃ)	কেরী	১৮১১
ইতিহাসমালা	ঐ	১৮১২
মোশার ব্যবস্থা (২য় সং)-অনুঃ [Pentateuch]	ঐ	১৮১৩
হিতোপদেশ (২য় সং)	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার	১৮১৪
বাংলা ইংরেজি অভিধান-১ম [*A Dictionary of the Bengalee Language*]	কেরী	১৮১৫-১৬

* মৃত্যুঞ্জয় প্রসঙ্গে আলোচিতব্য।

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার/অনুবাদকের নাম	প্রকাশের তারিখ
চণ্ডী (কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গল)	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংশোধিত	১৮১৯
হিতোপদেশ (অনুঃ)	রামকমল সেন	১৮২০
বৃটীনদেশীয় বিবরণ সঞ্চয় (অনুঃ)	কে. কেরী	১৮২০
দিগ্‌দর্শন (ইংরেজি-বাংলা সং)	মার্শম্যান	১৮২০-২১
গুরুদক্ষিণা	মহেন্দ্রনাথ দত্ত	১৮১৮
হিতোপদেশ (সংস্কৃত)	—	ঐ
পত্রধারা	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	১৮২১
হিতোপদেশ (২য় সং)	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮২১
পদার্থ কৌমুদী	কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	ঐ
যাত্রীদিগের অগ্রসর বিবরণ (১ম ও ২য়) (অনুঃ)	কে. কেরী	ঐ
মোশার ব্যবস্থা (২য় সং)	কেরী	১৮২২
সুখকর মৃত্যুর কথা (*An account of Joyful Death*) [অনুঃ]	ওয়ার্ড (?)	১৮২২
দণ্ডক কৌমুদী (হিন্দু আইন)	অজ্ঞাত	১৮২২
খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিকপত্র)	—	ঐ
ইংরেজি-বাংলা অভিধান	মেণ্ডিস	১৮২২
হিতোপদেশ (৩য় সং)	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮২২
গুরুদক্ষিণা (অনূদিত : চাণক্য শ্লোক সংগ্রহ)	গোপাল তর্কালঙ্কার	১৮২২
ভারতের মানচিত্র	জন ম্যাক	১৮২৪
গসপেল অব ম্যাথু " " মার্ক	কেরী	১৮২৪
ছোট হেনরী ও তাহার বাহক (আখ্যান গ্রন্থ)	অজ্ঞাত	১৮২৪
জ্ঞানোদয়	উইলিয়ামসন	১৮২৪

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার/অনুবাদকের নাম	প্রকাশের তারিখ
ব্যবস্থাসংগ্রহ	লক্ষ্মীনারায়ণ	১৮২৪
বক্তিয়ারনামা (পারসিক গল্প)	ডি' ক্রুশ	ঐ
কবিতা রত্নাকর[৩-ক]	নীলরত্ন হালদার	১৮২৫
বহুদর্শন (বহুভাষিক শব্দকোষ— ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, পারসিক ও লাটিন)	নীলরত্ন হালদার	১৮২৬
তিথিফল তিথিসন প্রকাশ	তারিণীচরণ শর্মা	ঐ
বাংলা অভিধান (সংক্ষিপ্ত)— ১ম খণ্ড	কেরী (মার্শম্যান সংক্ষেপিত)	১৮২৭
ব্যবস্থাসংগ্রহ	রামজয় তর্কালঙ্কার	১৮২৭
বাংলা অভিধান (সংক্ষিপ্ত) ২য় খণ্ড	কেরী (মার্শম্যান সংক্ষেপিত)	১৮২৮
ম্যাথু (অনুঃ)	ঐ	১৮২৮
মার্ক (অনুঃ)	ঐ	১৮৩০
সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস (অনুঃ) ১ম ও ২য় ভাগ	মার্শম্যান	১৮৩০
বাংলা ইংরেজি অভিধান— ২য় খণ্ড	মেণ্ডিস	ঐ
কবিতারত্নাকর (২য় সং)	নীলরত্ন হালদার	১৮৩০
নীলের আইন, জমিদারী আইন, ইস্ট্যাম্পের আইন	অজ্ঞাত	১৮৩০
সদ্‌গুণ ও বীর্যের ইতিহাস (২য় সং)	মার্শম্যান	১৮৩০
ভারতবর্ষীয় ইতিহাস ১ম ও ২য়	জন ক্লার্ক মার্শম্যান	১৮৩১
ক্ষেত্র বাগান বিবরণ (১ম)	ঐ	১৮৩২
(২য়)	ঐ	১৮৩৬
দেওয়ানি খালসা	অজ্ঞাত	১৮৩১
নিউ টেস্টামেণ্ট (১২শ খণ্ড)	কেরী	১৮৩২-৩৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত
নিউ টেস্টামেণ্ট (৮ম খণ্ড)	ঐ	১৮৩২-৩৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত
ওল্ড টেস্টামেণ্ট (বৃহদাকার)	ঐ	ঐ

Scanned with CamScanner

গ্রন্থের নাম	গ্রন্থকার/অনুবাদকের নাম	প্রকাশের তারিখ
স্তবগান	অজ্ঞাত	ঐ
প্রবোধচন্দ্রিকা	মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	১৮১৩ সালে লিখিত ১৮৩৩ সালে মুদ্রিত।
শব্দকল্পলতিকা (সং-বাং শব্দকোষ)	জগন্নাথ মল্লিক	ঐ
মুন্সেফ পথপ্রদর্শক	জন মার্শম্যান	ঐ
জ্যোতিষ গোলাধ্যায়	ঐ	ঐ
সরকারি নিয়ম-নিয়ন্ত্রণ বিধি[৪] (মোট ২৫ খণ্ডে প্রকাশিত)	অজ্ঞাত	ঐ
দেওয়ানি নিয়মাদি	ব্লাণ্ট ও শেকস্‌পীয়ার অনূদিত	ঐ
ফৌজদারী "	"	ঐ
বিবিধ "	"	ঐ
রাজস্ব সম্পর্কিত "	"	ঐ
কৃত্তিবাসী রামায়ণ (সাতকাণ্ড) [২য় সং]	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার সংশোধিত	(১৮৩০-৩৬ সালের মধ্যে প্রকাশিত)
পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ (ইং-বাং)	জন মার্শম্যান	১৮৩৩
কিমিয়া বিদ্যার সার (অনুঃ)	জন ম্যাক	১৮৩৪
শব্দমঞ্জরী	জয়গোপাল তর্কালঙ্কার	ঐ
অভিধান (ইং-বাং)*	রামকমল সেন সম্পাদিত	১৮৩৪
ঈশপের গল্প		ঐ
দাউদের গীত (১৮০৩ সালে মুদ্রিত কেরীর দাউদের গীতের নব সংস্করণ ?)		ঐ

* অভিধানের আখ্যাপত্র : A Dictionary of English/and/Bengalee/Translated from Todd's Edition of Johnson's English Dictionary into two Vols. by Ram/Comal Sen. Native Secretary to the Asiatic and Agricultural and Horticultural Scoieties. from the Serampore Press 1834.

১। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ- ১৮০০ খ্রিঃ
২। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ কে ছিলেন?
উঃ- উইলিয়াম কেরী
৩। শ্রীরামপুর মিশন কীসের জন্য স্বরনীয়?
উঃ- প্রথম গদ্য চর্চার জন্য
৪। শ্রীরামপুর মিশন কবে স্থাপিত হয়?
উঃ- ১৮০০ খ্রিঃ ১০ জানুয়ারি
৫। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ কবে খোলা হয়?
উঃ- ১৮০১ খ্রিঃ
৬। কেরী সাহেব কবে এদেশে আসেন?
উঃ- ১৭৯৩ খ্রিঃ
৭। কে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন?
উঃ- লর্ড ওয়েলেসলি
৮। কোন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়?
উঃ- আগত সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি শেখানোর উদ্দেশ্যে।
৯। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে প্রকাশিত প্রথম গদ্যগ্রন্থ কোনটি?
উঃ- রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র
১০। শ্রীরামপুর মিশন কোন জেলায় অবস্থিত?
উঃ- হুগলী
১১। বাংলাদেশে পর্তুগিজ ক্যাথলিক পাদরিদের আবির্ভাব প্রথম কবে হয়েছিল?
উঃ- ষোড়শ শতকে
১২। শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ কে ছিলেন?
উঃ- যশুয়া মার্শম্যান
১৩। 'রাজাবলি' গ্রন্থের বিশেষত্ব কী?
উঃ- বাঙালি র লেখা প্রথম ইতিহাস
১৪। ৪.' ইতিহাস মালায় 'মোট কতগুলি গল্পের সংকলন?
উঃ- ১৫টি
১৫। সমাচার দর্পণ কি জাতীয় পত্রিকা?
উঃ- সাপ্তাহিক
১৬। শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত প্রথম গ্রন্থ টির নাম কি?
উঃ- মঙ্গল সমাচার মতিউর রচিত
১৭। শ্রীরামপুর মিশন থেকে কোন কোন সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হত?
উঃ- দিগদর্শন, সমাচার দর্পণ, বাঙ্গাল গেজেট, বিদ্যাহারাবলী, গসপেল ম্যাগাজিন।
১৮। রামায়ণ কবে কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
উঃ- ১৮০৩ খ্রিঃ শ্রীরামপুর প্রেস থেকে
১৯। শ্রীরামপুর মিশনের অস্তিত্ব কবে বিলুপ্ত হয়?
উঃ- ১৮৩৭ খ্রিঃ
২০। হিতোপদেশ কার কার লেখা?
উঃ- গোলকনাথ শর্মা
২১। কারা মুদ্রণযন্ত্রের জন্য বাংলা হরফ তৈরির জন্যে উদ্যোগী হন?
উঃ- হ্যালহেড ও চার্লস উইল্ ক্লিন্স
২২। আত্মতত্ত্ব কৌমুদী কার রচনা?
উঃ- কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন
২৩। কাকে কেরী সাহেবের মুন্সী বলা হয়?
উঃ- রামরাম বসু
২৪। রামকিশোর তর্কচূড়ামণির লেখা গ্রন্থটির নাম কি?
উঃ- হিতোপদেশ
২৫। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রথম শিক্ষক কে?
উঃ- ডেভিড ব্রাউন
২৬। কথোপকথন কার রচনা?
উঃ- উইলিয়াম কেরী
২৭। প্রবোধচন্দ্রিকা কার লেখা?
উঃ- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার
২৮। কেরী সাহেব কার কাছে বাংলা ভাষা শিখতেন?
উঃ- রামরাম বসু
২৯। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বিভাগীয় প্রধান কে?

Scanned with CamScanner

উঃ- উইলিয়াম কেরী

৩০। বাংলার গুটেনবার্গ কাকে বলা হয়?

উঃ- চার্লস উইলকিন্স

৩১। প্রবোধচন্দ্রিকা কবে মুদ্রিত হয়?

উঃ- ১৮৩৩

৩২। বাংলা ভাষায় মুদ্রিত ও প্রকাশিত প্রথম পত্রিকার নাম কি ?

উঃ- দিগদর্শন

৩৩। বত্রিশ সিংহাসন কার লেখা?

উঃ- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

৩৪। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক মুদ্রিত গ্রন্থ "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"(১৮০১)কার লেখা?

উঃ- রামরাম বসু

৩৫। প্রথম রোমান হরফে ছাপা রচনা কী?

উঃ- কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ

৩৬। উইলিয়াম কেরী কার দ্বারা বাংলা সাধুরীতির ছাঁদ রপ্ত করেছিলেন?

উঃ- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার

৩৭। উইলিয়াম কেরির লেখা "কথোপকথন" গ্রন্থটি তে মোট কয়টি অধ্যায় আছে?

উঃ- ৩১টি

৩৮। তোতা ইতিহাস কার লেখা?

উঃ- চন্ডীচরণ মুন্সী

৩৯। বাংলা গদ্যের বিকাশে কোন বড়লাটের নাম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয়?

উঃ- ওয়ারেন হেস্টিংস

৪০। 'বাংলা-ইংরেজি অভিধান' (১৮১৫)গ্রন্থটি কার লেখা?

উঃ- উইলিয়াম কেরী

৪১। উইলিয়াম কেরি কত খ্রিস্টাব্দে পাদ্রী হন?

উঃ- ১৭৮৯ খ্রিঃ

৪২। শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা কত?

উঃ- ৪০টি ভাষায় ২৬১টি বই এর ২লক্ষ ১২ হাজার কপি।।(1800_1834)

৪৩। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম ব্যাকরণ বই কোনটি?

উঃ- গৌড়ীয় ব্যাকরণ

৪৪। ইমরানের বিবরণ কার লেখা?

উঃ- উইলিয়াম কেরী

৪৫। কত খ্রিস্টাব্দে? কি উদ্দেশ্যে? উইলিয়াম কেরি কলকাতায় আসেন?

উঃ- ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় আসেন।

৪৬। 'ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে কোন গ্রন্থের পরিবর্তে বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চ বিংশতি '-পাঠ্য হিসাবে গৃহীত হয়?

উঃ- বত্রিশ সিংহাসন

৪৭। বাঙালির লেখা প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ কী?

উঃ- রাজাবলী

৪৮। পুরুষ পরীক্ষা কার লেখা?

উঃ- হরপ্রসাদ রায়

৪৯। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের হিন্দি বিভাগের মুন্সি রূপে কে নিযুক্ত হন?

উঃ- তারিণীচরণ মিত্র

৫০। বাংলা ও সংস্কৃত ছাড়া আর কোন ভারতীয় ভাষার বিভাগ ছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে?

উঃ- মারাঠি

৫১। কেরির উল্লেখযোগ্য রচনা গুলির নাম কি?

উঃ- কথোপকথন, ইতিহাসমালা

৫২। শ্রীরামপুর মিশনে কবে বিধ্বংসী আগুন লেগেছিল?

উঃ- ১৮১২ খ্রিঃ

৫৩। কথোপকথন গ্রন্থে কতগুলি অধ্যায় আছে?

উঃ- ৩১টি

৫৪। কেরির ইতিহাসমালা গ্রন্থটি কি ধরনের?

উঃ- অনুবাদমূলক গল্প

৫৫। উইলিয়াম কেরী কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

উঃ- ইংল্যান্ড

Scanned with CamScanner

৫৬। ইতিহাসমালা গ্রন্থটি উৎস কি?
উঃ- বেতাল পঞ্চবিংশতি
৫৭। "মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন বাংলা গদ্যের প্রসূতি গৃহের ধাত্রীমাতা" মন্তব্যটি কার?
উঃ- শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়
৫৮। বাংলা যতি চিহ্নের ব্যবহার কার গ্রন্থে প্রথম পাই?
উঃ- বিদ্যাসাগর
৫৯। হিতোপদেশ গ্রন্থের উৎস কি?
উঃ- পঞ্চতন্ত্রের অনুকরণে রচিত
৬০। প্রথম বাংলা আখ্যান গ্রন্থের নাম কি?
উঃ- ইতিহাসমালা
৬১। উইলিয়াম কেরী কবে বঙ্গদেশে এসে পৌঁছান? উইলিয়াম কেরী কবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন?
উঃ- বঙ্গদেশে আসেন - ১৭৯৩ তে
অবসর নেন - ১৮৩১ তে
৬২। সাধূসন্তোষিনী কার লেখা?
উঃ- কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন
৬৩। বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম জীবনচরিত কী?
উঃ- রাজা প্রতাপ্রাদিত্য চরিত্র
৬৪। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রথমে ছাত্র,, পরে শিক্ষক হয়ে ছিলেন কে?
উঃ- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
৬৫। জশুয়া মার্শম্যানের জন্ম কবে?
উঃ- ১৭৬৮ খ্রিঃ
৬৬। কত সাল পর্যন্ত এই কলেজটি খুব ভালো ভাবে চলেছিল?
উঃ- ১৮১৫ খ্রিঃ
৬৭। বাংলা ভাষায় প্রথম ব্যাকরণ কে রচনা করেন?
উঃ- হ্যালহেড
৬৮। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অন্য নাম কী?
উঃ- ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ
৬৯। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং কার লেখা?
উঃ- রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়
৭০। বাংলা গদ্যের ভোরের পাখি কাকে বলা হয়?
উঃ- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার
৭১। বাঙালি রচিত প্রথম মৌলিক গদ্য গ্রন্থের নাম কি?
উঃ- রাজ প্রতাপাদিত্য চরিত্র
৭২। বাংলা হরফ নির্মাণে কে সাহায্য করেছিলেন?
উঃ- পঞ্চানন কর্মকার
৭৩। বাংলা গদ্যের সূতিকাগার কাকে বলা হয়?
উঃ- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ
৭৪। প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থটির ভূমিকা কে লেখেন?
উঃ- রামরাম বসু
৭৫। কিমিয়াবিদ্যার সার কে অনুবাদ করেন?
উঃ- ম্যাক
৭৬। কৃপারশাস্ত্রের অর্থভেদ কার রচনা?
উঃ- মনোএল দ্যা আসুসাম্পসাউ
৭৭। দোম আন্তোনিয়ো র লেখা বই এর নাম কি?
উঃ- ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ
৭৮। কত সাল পর্যন্ত এই কলেজটি র অস্তিত্ব বজায় ছিল?
উঃ- ১৮৫৪ খ্রিঃ
৭৯। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র বইটি কার কোন গ্রন্থ অনুসরনে লেখা?
উঃ- ভারতচন্দ্র
৮০। উইলিয়াম কেরী কয় কান্ডে রামায়ণ প্রকাশ করেছিলেন?
উঃ- ৭ কান্ডে
৮১। তোতা ইতিহাস কার কোন গ্রন্থের অনুবাদ?
উঃ- তুতিনামা
৮২। ইংরেজী বাংলা অভিধান কার লেখা?
উঃ- উইলিয়াম কেরী
৮৩। দোম আন্তোনিওর পাণ্ডুলিপিটি কোন ভাষার হরফে লেখা হয়?
উঃ- রোমান

Scanned with CamScanner